দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 JAN 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

005

শিক্ষকদের টাইমস্কেল

সরকারী চাকরেদের বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে টাইমস্কেল চালু হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সরকারী কলেজের শিক্ষকদের বেতনের বেলায়ও একই নিয়ম প্রয়োগ করা হবে। সিদ্ধান্তটি খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং মানবিক। কলেজ শিক্ষকেরাও তো চাকরিজীবীই বটে, আর একই উৎস থেকে যখন বেতনের টাকাটা আসছে তখন আলাদা কিছু হওয়ার কারণ নাই। সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে সরকারী কলেজের শিক্ষকেরা টাইমস্কেল অনুযায়ী বেতনও পাচ্ছেন। তবে সকলেই পাচ্ছেন এ কথা বলার উপায় নেই। একটা বৈষম্য ঘটে গিয়ে বিপত্তি ঘটে গেছে। প্রকাশ, টাইমস্কেল প্রয়োগের উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করার সময় যেকোনো কারণেই হোক কিছু সংখ্যক শিক্ষকের নাম বাদ পড়ে। কেউ বলছেন এঁদের সংখ্যা তিরাশি, কেউ বলছেন বাহাত্তর। সংখ্যা যাই হোক, কিছু সংখ্যক বাদ পড়েছেন এতে দ্বিমত নেই। বিচ্যুতিটি ধরা পড়ার পর বলা হয়, বাদ পড়াটা একটা ভুল মাত্র এবং অনতিবিলম্বে তা সংশোধন করা হবে। এর মাঝে কয়েক বছর কেটে গেছে, সেই প্রতিশ্রুতি সংশোধন কর্মটি এখনো নাকি সাধিত হয়নি।

অন্যের ভুলের জের টানতে বাধ্য হওয়া শিক্ষকরা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন এমনও না। আবেদন-নিবেদন তদবির-তদারকি ঢের করা হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় চিঠিপত্রও বেশ প্রকাশ পেয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে দৈনিক বাংলাতেই দুটি চিঠি বেরিয়েছে। ফল একই—বঞ্চিত শিক্ষকদের ভাগ্য বদলের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ভুক্তভোগী শিক্ষকদের কেউ কেউ চাকরির শেষসীমায় পৌঁছেছেন। অবস্থা অব্যাহত থাকলে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত থেকেই অবসরে যেতে হবে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সংখ্যা কম বলেই কি বিষয়টি কারো মনোযোগ আকর্ষণ করছে না? নতুবা একটি সামান্য ভুলের সংশোধনে এত বিলম্বের কি হেতু থাকতে পারে? যদি তাই হয়, বিষয়টা খুবই বেদনাদায়ক। আমরা আশা করবো কর্তৃপক্ষ এ ভুল সংশোধনের দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন।